বিধানসভা,
২৮।০১।২০২১,
৩.০৫।১০,
জয়-S.J.

ডঃ সুজন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পিকার স্যার, একটা খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আমাদের হাউসে আজকে চর্চা হচ্ছে। রেজলিউশন এনেছেন। এটা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও অনেকটা দেরি হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। ২০শে সেপ্টেম্বর রাজ্য সভায় এই বিল যখন পাশ করান হয় জোর করে, তারপর ২৪শে সেপ্টেম্বর আমরা যৌথভাবে সরকারকে চিঠি দিয়েছিলাম যে, আমাদের প্রতিশেধ মূলকভাবে বন্দোবস্ত করার জন্য বিধানসভা ডাকা হোক। এই নিয়ে পর পর চারবার আমরা চিঠি দিয়েছি। তাতে সরকার গুরুত্ব দেননি। আজকে যখন কার্যতঃ গোটা দেশে আন্দোলনটা ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন রাজ্যগুলো যখন তাদের ভূমিকা পালন করছে, তখন প্রায় শেষের দিকে এসে, যখন বিল স্থগিত রাখার কথা সরকার ঘোষণা করেছে, তখন আমরা এনেছি - খানিকটা দেরি হয়ে গেলো বলে আমার ধারণা। এটা আরো আগে করা উচিৎ ছিল। তবে বেটার্ লেট্ দ্যান্ নেভার্। স্যার, এই আইনের বিরুদ্ধে দেশের কৃষক মোদীজীর চোখে চোখ রেখে যেভাবে ধৈর্যশীল, দৃঢ়, শান্তিপূর্ন এবং অভুতপূর্ব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো উচিৎ সবার। আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের শুধু বলব, এই আন্দোলন করতে গিয়ে ইতিমধ্যে দেড়শোর মতন কৃষক মারা গেছেন। আপনি বিবেচনা করবেন, আমার মনে হয় তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধ্যা জানিয়ে আমাদের শোক জ্ঞাপন করা উচিৎ। আজকের এই অধিবেশনে সেটা খুব যথার্থ হবে বলেই আমার ধারণা। আপনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। স্যার, এই আলোচনাটা যেহেতু আমরা গত ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে বলছি, সেই অনুযায়ী প্রস্তাবও করেছি, বলেওছি, সরকারের সঙ্গেও কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সেই প্রস্তাবটা কার্যতঃ গ্রহন করা হ'লনা এই বলে যে, সরকার একটা প্রস্তাব দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, অতএব দু'টো প্রস্তাব কি করে হয় হ্যাভিং দি সেম্ কন্টেন্ট, সেম্ স্পিরিট্।

(ক্রমশঃ)

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২১
৩.১০।১৫
তরুণ, S.A.

ডঃ সুজন চক্রবর্তী :- আমি এখানে উল্লেখ করবো স্যার, আপনার রুলিং-এ ১১.৭.২০১৯, ১১ই জুলাই ২০১৯ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটা resolution আমরাও দিয়েছিলাম, পার্থবাবুও দিয়েছিলেন, almost same spirit, নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্তার ফারাক ছিল, এবং সেই কারনেই discussionsটা আপনার অর্ডারেই the discussion was held together এবং the composite motion was carried. আমি শুধু আপনাকে উল্লেখ করলাম যেহেতু বলছিলেন যে না এই রকম হয় না আমাদের হাউজে। ১১.৭.২০১৯ এর রেফারেন্স দিলাম। আমাদের প্রস্তাবটাকে সঙ্গে নিয়েই এটা করার সুযোগ ছিল এবং সেটা করাটাই সমীচীন ছিল বলে আমার ধারনা। স্যার, আমাদের দেশের শ্রম শক্তির 43.3% হচ্ছে কৃষিজীবী, বড়, ছোট সব মিলিয়ে। এই আন্দোলনটা শুধুমাত্র বড় কৃষকদের, মাঝারি কৃষকদের, ছোট কৃষকদের এই ভাবে চিহ্নিত না করে এটা সার্বিক ভাবে কৃষকদের লড়াই, অধিকার রক্ষার লড়াই, সার্বিক ভাবে আমি বোধ করি নিশ্চয়ই সবাই সহমত হবেন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষার লড়াই তার সঙ্গে এটা যুক্ত। এটা একটা বড় লড়াই, সেই ভাবেই দেখা উচিত। এটা ফিন্যান্স ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে, কার্যত কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে। আমাদের দেশের সমস্ত ধরনের কৃষকদের একটা ঐক্যবদ্ধ লড়াই। লড়াইয়ের নতুন dimension আমাদের সামনে এনে হাজির করছে, এই লড়াইকে সমর্থন করার কোন বিকল্প আমাদের কাছে থাকতে পারে না। একটু নতুন ধরনের কিন্তু এই লড়াইটা খুব শক্তিশালী লড়াই এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। স্যার, এই লড়াইটা হচ্ছে ordinance জারির সময় থেকে। অর্ডিন্যান্সটা জারি হলো জুন মাসে, যখন লক ডাউন চলছে লক্ষ লক্ষ কৃষক তাতে যুক্ত। সেই আন্দোলন চলতে চলতে শীতের মধ্যে যে ভাবে তারা লড়াইতে আছে আমরা সবাই জানি, অভিভূত হতে হয়। সবাই ছবিগুলো দেখেছেন। তার পরে কৃষক প্যারেড, আমিতো মনে করি environmental criminal Bolsalaroকে নেমন্তন্ন করে দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের মর্যাদা বাড়ায় না, কিন্তু এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে বস্তুত পক্ষে অতিথি ছিলেন আমাদের কৃষক প্যারেডের বন্ধুরা। তাদের মনোভাব ছিল তারা রাজাতন্ত্র চান না, তারা রানীতন্ত্র চান না, তাদের মূল কথা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র ফিরিয়ে দাও। তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকতেই হবে। এই আন্দোলন এতটা সফল বলেই শাসকদল হয়তো মারতে ভয় পেয়েছে দিল্লীতে। আমি দিল্লীর কথা বলছি, সেই কারনেই বদনাম করার জন্য সব ধরনের ষড়যন্ত্র, প্রচেষ্টা আমার আগের বক্তারা বলেছেন, আমি তাতে যাচ্ছি না। এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সেই মনোভাব নিক সেটাই আমরা চাই। দিল্লীতে যে সরকারটা আছে স্যার একটা jingoistic সরকার। একটা communal, corporate শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে কারা ক্ষমতায় দিল্লীতে ? ভয়ংকর বিপদজনক একটা শক্তি। উদার অর্থনীতির গাড্ডায় আমাদের দেশটাকে ফেলছে। দেশীয় কর্পোরেট তার পিছন পিছন multi-national companies তারা আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকে একের পর এক দখল করে নিতে চাইছে।

..... ২

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২১
৩.১০।১৫
তরুণ, S.A.
(২)

আমাদের শিল্প ক্ষেত্র কর্পোরেট দখল করতে চাইছে, আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্র কর্পোরেট দখল করতে চাইছে, আমাদের খনিগুলো কর্পোরেট দখল করতে চাইছে। এই দখলদারি যখন চলছে তখন তাকে restrain করে কৃষিক্ষেত্র দখল করা। কৃষিক্ষেত্রকে দখল করার বিরুদ্ধে জমি, জমির ফসল, জমির চাষ, কৃষক তার লড়াই, সেই লড়াইটা আমাদের রক্ষা করতেই হবে। নচেৎ দেশী কর্পোরেটের হাত ধরে বিদেশী FDI আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ঢুকবার মতো সুযোগ নেবে, তাকে আমাদের ঠেকানোটা জরুরী। কৃষিক্ষেত্রে এবং বিপণনে আমাদের যে regulationsগুলো ছিল, সেগুলো উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি এই আইনের দেখবেন sec 2(m) 2020 এই আইনটা FEMC regulated market কার্যত তাকে বাতিল করার প্রচেষ্টা, তা বাতিল করার ব্যবস্হা, প্রচেষ্টাই বা বলবো কেন ? বিনিয়ন্ত্রিত জোন যদি একবার হয়ে যায় funding sector তাহলে সর্বনাশ কিন্তু ভয়ংকর। পেট্রল, ডিজেল যখন বিনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হয় তখন আমরা আপত্তি করেছিলাম, অনেকে বোঝেন নি - NDA গভর্মেন্ট - তখন আমরা ভেবে ছিলাম খুব ভালো হচ্ছে। সর্বনাশটা এখন আমরা টের পাচ্ছি। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র কার্যত প্রায় বিনিয়ন্ত্রনের মতো বন্দোবস্ত করে আইন দিল্লী করতে চায়। সবাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। আমি নিজেও সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি, পরিষদীয় মন্ত্রী এখানে আছেন, আমি খুশি যে শেষ পর্যন্ত ওঁরাও আপত্তি করেছেন। আমরাতো করছি বটেই। ফলে বিনিয়ন্ত্রিত জোনের যে সর্বনাশ কি রকম ভাবে হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে যে ভাবে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে সেটা আমাদের খুব বিপদের মধ্যে ফেলবে। স্যার, কার স্বার্থে এটা হচ্ছে ? আমি বলবো দেশের এগ্রি বিজনেসে ঢুকতে চায় world corporate sector।

(ক্রমশ: ....)

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২০২১
৩.১৫-২০
সৈকত/অর্ণব

ডঃ সুজন চক্রবর্তী :- ...(অনুসৃত) এখন আদানি-আম্বানির হাত ধরে পিছন পিছন কার্গিল, সে তো আসার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে, এই আইন কার্যত তার scope দিয়ে দিচ্ছে। ওরা কি চায়? আপনি আইন তিনটে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওরা কি চায়? World corporate sector চায় - এক, ওদের পছন্দমতন চাষ। যেখানে ওদের লাভ বেশি হবে। কৃষকের পছন্দে চাষ নয়। Which is essentially contract farming. ওরা কি চায়? খুশি মতন দাম। দামের এই যে control এটা চায় না। MSP চায় না। MSPকে বাতিল করার বন্দ্যোবস্ত সেই মনোভাব থেকে। ওরা কি চায়? খুশি মত মজুত করতে চায়। আরও বেশি মুনাফা। Profit maximization-এর angle এবং সেই দিক থেকে অবশ্যই সেই মনোভাব থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন করে আমাদের মজুত এবং কালো বাজারি এই যে আমাদের আইনগুলো ছিল সেই আইনগুলোকেও বাতিল করতে চায়। এতে বিপজ্জনক হয়ে যাবে আমাদের কৃষকেরা, উৎপাদন এবং ইত্যাদি পরনির্ভরশীলতা যে ভাবে বাড়বে সেটা খুব বিপদ হবে। স্যার, কৃষকের, মানুষের এই সর্বনাশ আদানি-আম্বানিদের পৌস মাস তার মতন করেই দিল্লীর সরকার চলছে। এই মনোভাব থেকেই তিনটি ordinance ফলো করছে স্যার। Contract farming - চাষী, মজুরের বারোটা বাজিয়ে দাও। বিপণন - MSP. চাষীদের সর্বশান্ত করে দাও। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন - খাদ্য নিরাপত্তার ভিতটাকে ভেঙে দাও। মজুতদারী, কালোবাজারি তার মতন করেই চলবে। স্যার, এই প্রচেষ্টাটা চলছে কিন্তু অনেক আগে থেকেই। আমি বলব এনডিএ সরকারের সময় থেকেই এই প্রচেষ্টাটা চলছে। এনডিএ-র সময় থেকেই এটা চলছে। This is not correct. এনডিএ-র সময় থেকে চলছে স্যার। সুখবিলাসদা আগেও বলেছেন আজকেও একটু reference -এ বলেছেন। আগের বক্তৃতার সময় categorically বলেছিলেন। ২০০০ সাল থেকেই এটা চেষ্টা হচ্ছে। তখন এনডিএ সরকার। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। আমি বলছি না, অটল বিহারী বাজপেয়ীর সেই গভর্ণমেন্টে তৃণমূলও ছিল। But NDA Government. স্যার, সেই তখন থেকে প্রচেষ্টা এবং সেই বিবেচনায় ২০০৩ সালের model আইন - ATMC Development and Regulation Model act 2003. সেটা ২০০৩-এর পর ইউপিএ এখানে পশ্চিম বাংলায় লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট, আমরা এখানে স্কোপ পাইনি। ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদি এসেছে দিল্লীতে - এনডিএ। ২০১৪তে তখন আগের গভর্ণমেন্ট নেই। তৃণমূলের সরকার, ২০১৪ সালে আমরা যে আইনটা করেছি সেটাও কি বিপজ্জনক নয়? আমি পরে সে কথায় নির্দিষ্ট ভাবে আসবো। বিজেপি দিল্লীতে আসার পর এখানে এই সরকার আমরা পাস করেছি প্রচুর আপত্তি স্বত্ত্বেও। ২০০৩ model actকে follow করতে করতেই মোদিজী আসার পর ২০১৭তে আর একটা model act - Agriculture Produce and Life Stock Marketing Model Act. কেউ নেয়নি। ২০১৮ - A Agriculture Produce and Life Stock Contract Farming and Service Model Act. তাহলে এই পরপর Model Actগুলো করে দিল্লী বলতে চাইল তোমরা রাজ্যগুলো এই অনুযায়ী আইন কর। রাজ্যগুলো সেই আইনগুলো করলনা। Save and except বলবনা, আরও দুই একটা রাজ্য করেছে তার মধ্যে আমাদের ২০১৪ পড়ে যায় বা পরে ২০১৭ তার মধ্যে পড়ে যায়। দুই একটা রাজ্য করেছে বেশিরভাগ রাজ্য করেনি। এমনকি বিজেপির সব রাজ্যও করেনি। এরপর যখন রাজ্যগুলো কেউ করলনা তখন ২০২০ সালে যখন দেখল মানুষ একটু বিপদের মধ্যে আছে বেশি প্রতিবাদ করতে পারবেনা অতএব জুন মাসে

...2

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২০২১
৩.১৫-২০
সৈকত/অর্ণব

Ordinance. আপনি chronological দেখুন। যারা chronologic-এর সঙ্গ দিতে চাই তাদের কাছে chronologic হাজির করুন। অতএব ২০২০-র জুন মাসে Ordinance. তাকে ফলো করে lock-down-এর period-এর মধ্যেই প্রায় ২০২০-র সেপ্টেম্বরে গায়ের জোরে, জবরদস্তি, অগণতান্ত্রিক আমাদের সংসদীয় রীতিনীতিকে খুন করে ২০২০-র সেপ্টেম্বর মাসে এই তিনটি বিল পাস হয়ে গেল। আইন - কোন কেভিডের সময়? কেন এই তাড়াহুড়ো? কেন এই সেবা দাসত্ব? ২০২০ - মানুষ যখন বিপদে, মানুষের সর্বনাশ আদানি-আম্বানিদের পৌসমাস - অতএব ২০২০ সেপ্টেম্বরে শ্রম কোড আইন হয়েছে শ্রমিকের সর্বনাশ করার জন্য। কৃষি আইন হয়েছে কৃষকের সর্বনাশ করার জন্য এবং স্বাভাবিক কারণেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন বিকল্প আমাদের থাকেনা। সময়ে নির্বাচন এই তাড়াহুড়ো তার থেকে বোঝা যায় আসলে যারা এই আইনটা দিল্লীতে করছেন তাদের লক্ষ্যটা কি এখান থেকেই বোঝা যায়। স্যার, আমার পরের পয়েন্টটা হচ্ছে, দেশ জুড়ে এই প্রতিবাদটা কিন্তু জুন মাস থেকে হচ্ছে Ordinance জারির পর থেকে। সেপ্টেম্বরে আমাদের এখানে প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল আমরা করিনি আমরা লেফ্ট করেছি কিন্তু ইতিমধ্যে পাঞ্জাব, কেরালা, রাজস্থান, ছত্রিশগড়, দিল্লীসহ বিভিন্ন রাজ্য বিভানসভা ডেকে এই বিরোধীতামূলক বন্দ্যোবস্ত তারা গ্রহন করেছেন। আমরা চিঠি দিয়েছিলাম ২৪শে সেপ্টেম্বর। আমি এবং মান্নানসাহেব যৌথভাবে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু কোন রাজ্য এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি আমরা তার আগের কথা বলছি।

(ক্রমশঃ...)

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২০২১
৩.২০-২৫
শেখর-ডিজি

ডঃ সুজন চক্রবর্তী : (অনুসৃত) আপনারা কেন করলেন না আমি জানি না। তারপর স্যার, কেরালাতে ইতিমধ্যে এই সময়ে ১৫টা পণ্যের উপরে MSP স্থির করেছে, এবং চালু করে দিয়েছে এটা প্রতিষেধমূলক। স্যার, ৮ই, পাঞ্জাব তিনটে নির্দিষ্ট বিল, আমার কাছে আছে সেই বিলের কপি, তিনটে নির্দিষ্ট বিল ওরা বলেছে স্পেশাল প্রভিশান ফর পাঞ্জাব বলে তিনটি নির্দিষ্ট বিল ওরা পাশ করিয়েছে। এবং এই চলতে চলতে ২৬শে নভেম্বর শ্রমিক সংগঠনগুলো সর্বভারতীয় ধর্মঘট করেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে এর বিরোধিতায়। ৮ই ডিসেম্বর সংযুক্ত কৃষক মোর্চার নামে সর্বভারতীয় ধর্মঘট ডেকেছে এর বিরোধিতায়। আমি আগে একটা ক্রোনোলজি বলেছিলাম ওটা কিভাবে এগোচ্ছে, এখন একটা ক্রোনোলজি বলছি কিভাবে মানুষের বিরোধিতা সেটাও আসতে আসতে এগিয়েছে গোটা দেশ বিরোধিতা করেছে। ২৬শে জানুয়ারী - একটা অভূতপূর্ব, তাকে যতই কলুষিত করার চেষ্টা করা হোক না কেন এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪শে সেপ্টেম্বর পিছতে পিছতে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী শেষ আমরা পাঁচ মাস সময় কেন নষ্ট করলাম, আমি আর জানি না। সরকার নিশ্চয় সেটা বলার সময় সে কথাটা বলবে। কিন্তু আমার এটা ভালো লাগছে না। স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে এর মূল spiritটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু that is partial এই কারণে যে, এর আর একটা অংশ আছে। যেটা আমি আমার amendmentএর মধ্যে নিয়ে এসেছি। আমি আশা করব, সেই amendmentগুলোকে গ্রহণ করুক সরকার । নাহলে এটা incomplete থেকে যাবে। আমরা completely সবাই মিলে তাহলে এর প্রতিবাদ করতে পারবো । যদি amendment গ্রহণ না করা হয়, তাহলে কার্যতঃ আমরা ঠিক দায়িত্ব পালন করছি না। তাহলে একে সমর্থন করাটা অসুবিধা হয়ে যাবে, পারবো না। কি কারণে প্রস্তাবে এটা বলতে পারলেন না । আমার খুব নির্দিষ্ট কথা স্যার, প্রস্তাবে এটা বলতে পারলেন না । আমি amendment দিয়েছি যে, রাজ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হচ্ছে। কে বাধা দিয়েছে? দিল্লি কিছু একটা করলেই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীতো সবসময় এটা বলেন দেখে নেবো, এই করবো, সেই করবো ইত্যাদি। এখানে কেন বললেন না ? এখানে এই বিলটা হল, on the issue of 7th schedule রাজ্যের তালিকাভূক্ত কৃষি, খাদ্য এবং বাজার। স্যার, যেখানে রাজ্যের তালিকাভূক্ত বিষয় সেখানে দিল্লি আইন করছে, রাজ্যগুলোর মত নিয়েছে ? না। রাজ্য বিধানসভার অনুমোদন নিয়েছে ? না। তাহলে রাজ্যগুলোর মত নিল না, অনুমোদন নিল না, একটা ভিজে বেড়ালের মতো আমরা থাকছি কেন ? সেই ব্যাপারে আমাদের প্রতিবাদ নেই কেন ? রেজোলিউশানে আমরা সেই কথাটা উল্লেখ করতে পারলাম না কেন? কিসের ভয় ? কেন চুপ ? দ্বিচারিতা মনে হবে না ? রেজোলিউশানে অবশ্যই এই pointটা

পঃপৃঃ..২

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২০২১
৩.২০-২৫
শেখর-ডিজি

যুক্ত করা উচিত। আমি আমার amendment দিয়েছি। আশাকরি সেটা গ্রহণ করবেন ।

স্যার, আমি এই কথাটা বলতে পারলাম না যে, একটা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে যেটা বলার সময় বলেছি আমি, যেটা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, যে আমাদের ডিভিশানটা করা হল না। যারা প্রতিবাদ করছিল, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু আমরা এই কথাটা আমরা রেজোলিউশানে বললাম না কেন ? এটা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে কাজ হচ্ছে। সংশোদীয় রীতিনীতিকে খুন করে হচ্ছে, প্রতিবাদের কণ্ঠকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, গায়ের জোরে করা হচ্ছে। এইটা করতে পারলেন না রেজোলিউশানে ? আমি amendment দিয়েছি। আশা করবো, সরকার মুখে যা বলছে, রেজোলিউশানে সেটা গ্রহণ করবে। স্যার, কেন্দ্রীয় আইনটিকে বাতিলতো করতেই হবে, সংগত, আমি তার সঙ্গে একমত। দেশজুড়ে কৃষককের দাবীও তাই। অন্য রাজ্য বিধানসভাগুলোর দাবীও তাই। আমরা নতুন কিছু বলছি না। আমরা এখন যেটা বলছি, এই রেজোলিউশানে সব রাজ্যই তাই বলছে প্রায়। আমি যেগুলো বললাম, এই amendmentগুলো গ্রহণ করুন, তাহলে এটা perfect হবে তা নাহলে এটা perfect হবে না। স্যার, অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে ? আমি বলব, যে spiritএ এই বিধানসভায় ২০০৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর, 185 এসেছিল, পার্থবাবু এনেছিলেন। সেই spiritএর সঙ্গে ২০১৪ যায় না। সেই সেই spiritএর সঙ্গে ২০২০ আমাদের আজকের প্রতিবাদটা যায় না, ২০১৪ যায় না। তাহলে ২০১৪কে আমরা কি বলব ? কি বলেছিলেন ? আমি quote করছি আছে আমার কাছে। "দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির হাত ধরে পেছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করবে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী, তারাই বেচে খাবে।" Yes. তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা ২০১৪ কেন বাতিল করছি না ? ২০২০ আমরা বাতিল করবো, এটাও বাতিল করতে হবে। কি বলেছিলেন ? একমত হওয়ার একটাই শর্ত, দেশী এবং বিদেশী পুঁজিকে আপনারা প্রতিহত করুন। তৎকালীন সরকার যে বলেছিলেন গৌতমদেবরা সহমত হয়েছিলেন। তাহলে আমরা ২০২০ নিশ্চয় আপত্তি করবো। তাহলে আমাদের ২০১৪ আপত্তি করা উচিত। আমি ২০১৪কে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলাম কেন ? ২০১৭এর আইনে আমরা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলাম কেন ? Agricultural produce marketing regulation amendment act, 2014. এবং পরবর্তীকালে further amendment on 2017, আমার মনে হয় সেটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা নাহলে তো প্রশ্ন থেকেই যাবে, আমার সেই কারণে সংশোধনী আছে, amendment আছে।

(ক্রমশ)

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৮.০১.২১
৩-২৫।৩০
এস.বি.

ডঃ সুজন চক্রবর্তী :- (অনুসৃত) আমার এ্যামেন্ডমেন্ট আপনি হয়ত অফিসিয়ালি গ্রহণ করলেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা থাকল।এবং আমি নির্দিষ্টভাবে এই কথাটা পরে বলছি আমি, কেন্দ্রীয় এই আইনের মূল যে জায়গাগুলোয় আপত্তি আমরা সহমত। ব্যক্তি,কোম্পানী,কর্পোরেট সেক্টর,সরাসরি কৃষিপণ্য কিনবে, হবেনা,ক্ষতি হয়ে যাবে। মজুতদারী করবে- মানা যাবেনা,ক্ষতি হয়ে যাবে। কালোবাজারী হবে - মানা যাবেনা, ক্ষতি হয়ে যাবে। দূর্বল হবে, সবাই। এন এস পি.র নিশ্চয়তা নেই, ২০২০সালের আইনে। স্বামীনাথন কমিশনের রেফারেন্স নেই, ২০২০সালের আইনে, আমরা অবশ্যই এর বিরোধিতা করছি। আমরা সারা দেশ জুড়ে এর বিরোধিতা করছি,জানেন সবাই, নতুন করে এসব বলার দরকার হয়না । ২০১৪সালের আইনে একই ভাবে, মাঠে ফসল কেনার অধিকার বেসরকারি সংস্হাকে দেওয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি,যে কোন কোম্পানী,সংস্হা,এজেন্সী,সরাসরি কৃষিপণ্য কিনতে পারবে। সেকশান টু ক্লজ থ্রী,সি এ, সি বি,দেখে নিন। এই আইনেই,কমিশন এজেন্ট নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে ক্রেতাকে, দেখে নিন। সেকশান টু,ক্লজ ফোর ডি,ছোট ছোট আইন, কেন্দ্রীয় আইনের মত,ই-ট্রেডিং, বিদেশে বসে সেখানকার সংস্হা পিছনের দরজা দিয়ে,অধিকার পাবে। সেকশান ফাইভ, ক্লজ ই সি, দেন, আমি ২০২০তে যা যা বলছি,তার অনেকটাই যদি এখানে থেকে থাকে, আমাকে তো এ্যালার্ট হতে হবে। এম এস পি নিয়ে একটাও কথা নেই স্যার; এই আইনে একটাও কথা নেই স্যার। ইচ্ছা মতন তারা ফসল কিনতে পারবে। মানে কারোর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এম এস পি বলতে পারলাম না। করে দিন, এই বছর । আমি জানিনা,কৃষি বিপণন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন,এ বছর আমাদের এম এস পি কত, ধানের কুইন্টাল ? মন্ত্রী মহাশয় বলুন, কত ? হয়ত জানা নেই। ১৮৮৮টাকা -১৮৬৮ প্লাস ২০টাকা বোনাস।এবার বলুন, সবাই আমরা এম এল এ.রা আছি। গ্রামে থাকি। কোন কৃষক ১৮৮৮টাকাতে ধান বিক্রি করতে পেরেছে ? কোন কৃষক ? ১২০০,১১৫০,১৩০০এই দামে ধান বিক্রি করতে হয়েছে, কেন ? তাহলে আমরা সেটা কার্য্যকরী করবো না ? যদি থাকে, আমি এগ্রি করবো।আমি উদাহরণ দিয়ে বলে যাচ্ছি, নাহলে আমি এগ্রি করবো না,এখানে বলে যাচ্ছি। এত সহজ সরল কথা বলবেন না। স্যার, কেরালায় আমি নির্দিষ্ট করে বলছি,এম এস পি নিয়ে আবার নতুন করে আইন করেছে,২৭৬০টাকা,পার কুইন্টাল। ওরা পারলে আমরা কেন পারবো না স্যার ? আমাদের এই প্রবলেমটা এইসব নিয়ে এখানে একটা সমস্যা

Scanned with CamScanner

রয়েছে। আমি বলছি,২০১৪সালের আইন,ডেফিনেশানগুলো স্পষ্ট আছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে প্রাইভেট ইয়ার্ড, কৃষি বাজার, বৃহৎ কৃষি বাজার,কোথাও আইনে বলা আছে,হোয়াট ইজ দি ডেফিনেশান অফ কৃষক বাজার। হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন কৃষক বাজার এ্যান্ড বৃহৎ কৃষক বাজার- মন্ত্রী মহাশয় আছেন,আপনি কি জানেন ? আমি বলছি, নেই। এই ফাঁক দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি।২০১৪তে আমরা স্কোপ দিয়েছি।ওরা এটা ধরার জন্য বসে আছে,কোন সন্দেহ নেই। ২০১৪এ্যালাট না হলে,আমাদের ভুল হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। সেই কারণে বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য,বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য আমদানী বা রপ্তানী, আরো বলা আছে স্যার,সেকশান ফাইভ,ক্লজ ই এ, ক্লজ ই ডি, আমি শুধু এইভাবে বলছি, এখানে আইনের বই ধরে আমি বলতে পারি, আমি ২০২০তে সেকশান টু এ,রিডউইথ,সেকশান টু ফাইভ ই সি, অফ ২০১৪, টু ডি ২০২০রিডউইথ টু টেন,এম ডি ২০১৪,টু সি বাই ওয়ান আপনি রিড করুন, উইথ টু ওয়ান এ অফ ২০১৪।টু ডি অফ ২০২০ আপনি রিড করুন, উইথ থ্রী সি ডি, টু ই অফ ২০২০।আচ্ছা আপনি মেলান,টু থ্রী সি এ। টু এইচ অফ ২০২০, আপনি তার সাথে মেলান টু থ্রী সি ডি।আমি কয়েকটা বললাম। আমার কথাটা হচ্ছে স্যার, একই জায়গা থেকে এসেছে। ২০০৩ থেকে ফলো করে ২০১৪,এবং২০১৪র বিলটা আমার কাছে আছে, আমি নিয়ে এসেছি। সেখানে বলা আছে, ২০০৩এর আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, আইনে বলছে, আইন নয়,এটা মডেল আইন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪টা করা হল। বিলে দেখুন আপনি, তার উল্লেখ পর্য্যন্ত করা আছে।২০০৩কে ফলো করে,২০১৭,২০১৮ মডেল এ্যাক্ট,তাকে ফলো করে ২০২০,অরিজিনালটা কোথা থেকে আসছে। ফলে, এটা আমাদের কিন্তু - আমি সরকারকে ঐ কারণেই বলছি,এটা আমাদের বিদ্বেষ নয়।

(ক্রমশঃ)

Scanned with CamScanner

বিধানসভা
২৯।১।২০২১
৩-৩০।৩৫
মৌমিতা-জি পি

শ্রী সুজন চক্রবর্তী :- (অনুসৃত) কে কোন্ দিকে আছে সেটা কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু ২০২০ তে যে স্পিরিট ছিল তাকে অপোজ করছি, এই স্পিরিট থেকেই ২০১৪-র তৎকালীন সময়ে এই বিধানসভায় চর্চা হয়েছিল, তারা আপত্তি করেছিল। কি আপত্তি ছিল স্যার। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টটা আমি নিয়ে এসেছি। কি বলা আছে স্যার, স্পষ্ট বলা আছে।

...(এইসময় লালবাতি জ্বলে ওঠে।)...

আমি বলছি সিলেক্ট কমিটি ২০১৪, শাসকদল ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল Note of decent দিয়েছিল। এবং বলেছিলেন, অত্যন্ত তাড়াহুড়ো। আমরা ২৭শে নভেম্বর শুরু করলাম, ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললাম। কেন - তখনই বলা হয়েছিল যে এটা সংশোধনী দিয়ে হবে না, The entire spirit is to be corrected। আমরা গ্রহণ করিনি। কেন ? তখনই বলা হয়েছিল, private yard, বৃহৎ কৃষক, বৃহৎ কৃষক বাজার এর মানে কি। এর লাইসেন্স, এর Commission মানে কি। তখনই বলা হয়েছিল কর্পোরেট, MNC, FDI open হয়ে যাচ্ছে। তখনই বলা হয়েছিল কৃষক, কৃষকের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এটা নয়। ২০১৪ তে বলা হয়নি, ২০১৪তে ভোট রয়েছে। ভোটে Opposition হেরে গেছে। রেজোলিউশানের প্যারা টু, আপনি যে রেজোলিউশান দিয়েছেন, অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ২০২০ করেছে। আমি বলছি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ২০১৪ও করা হয়েছে। মিলিয়ে নিন। স্যার, প্যারা থ্রি, কি বলা হচ্ছে - নিয়ন্ত্রণাধীন বাজারগুলির বাইরেও কৃষিপন্যের বাজার ইত্যাদি ইত্যাদি। ২০১৪ নিয়ন্ত্রনাধীন বাজারের বাইরে private yard, কৃষি বাজার, বৃহৎ কৃষি বাজার। প্যারা সিক্স, ন্যুনতম সহায়ক মূল্য ২০২০, একটা স্বামীনাথন কমিশানকে রেফার করে বলতে পারলেন না ওখানেই যেমন ন্যুনতম সহায়ক মূল্য নেই বলে আপনি রেজোলিউশানে আপত্তি করছেন এখানে ২০১৪ তে তো নেই। তাহলে ২০২০ যে যে কারণে আপনি রেজোলিউশান - ২০০৭ তার সাথে ২০১৪ যাচ্ছে না, ২০২০ আমরা আপত্তি করছি, তাহলে ২০১৪ মেনে নেওয়া যায় না। এমনকি আজকে যে রেজোলিউশান আছে সেই রেজোলিউশানের clause by clause আমি দেখাব এটা মেনে নেওয়া যায় না । সেই কারণেই logical conclusion হচ্ছে ২০২০ বাতিলের দাবি আমাদের সবার। ২০১৪ এবং ২০১৭ তাকেও বাতিল করা হোক। ২০২০টা আমরা সহমত। এটাতে আমাদের সহমত হওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। Sir, ওই লাইনটা আমি পড়ে দিই সেই অর্থে The West Bengal Agricultural Produce Marketing Regulation Act2014 and The West Bengal Agricultural Produce Marketing Act 2017 বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমি আবেদন করে সবার অনুমতি নিয়ে আমি শেষ করছি। আমি আশা করছি সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই বিলটা গ্রহণ করবেন।

Scanned with CamScanner